বিমুগ্ধ এক রজনী

বনি আমিন

নাসিম হোসাইন সিডনী'র একটি অতি পরিচিত সংগীত-নাম। দীর্ঘদিন অষ্ট্রেলিয়াতে থাকছেন। যাদু-কণ্ঠ নিয়ে আশির দশকের শেষপ্রান্ত থেকে সিডনী'র বিভিন্ন বাংলাদেশী অনুষ্ঠানে তিনি একাধারে গেয়ে আসছেন। আশি'র দশকে সিডনীতে যে কজন বাংলাদেশী যুবক সংগীতসেবা দিয়ে বাংলাদেশি ঝান্ডাকে প্রবাসে উন্নিত করে ধরে রেখেছিলেন নাসিম তাদের অন্যতম। সমাজসেবামূলক অন্যান্য কর্মকান্ডের জন্যে বাংলা-সংগীতের চৌহদ্দী ছাড়িয়ে নাসিমে'র সুখ্যাতি আরো দুর পর্যন্ত গড়িয়েছিল। আর তাই সিডনী'র প্রায় সকল বাংলাদেশী বিনয়ী, সদালাপী ও সদাহাস্য নাসিমকে আজো চট্জলদি চিনে ফেলে। সিডনী'তে কোন বাংলাদেশী সংগঠন প্রবাস থেকে শিল্পী না এনে অভ্যান্তরীন শিল্পীদের নিয়ে অনুষ্ঠান করার কথা ভাবলে প্রথমেই নাসিম হোসাইন, আবদুল্লাহ আল মামুন ('তোরে পুতুলে'র মতো করে সাজিয়ে' গানের রচয়িতা), আতিক হেলাল (আধুনিক ও পপ-সংগীত), সিরাজুস সালেকীন (দেশখ্যাত সুরকার, গীতিকার ও সংগীতকার প্রয়াত আবদুল লতিফ এর জ্যেষ্ঠ পুত্র), অমিয়া মতিন (নজরুলগীতি ও আধুনিক), মঞ্জুর হামিদ কচি দম্পতি (বিখ্যাত রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী জুটি), রূমী বড়ুয়া (নজরুলগীতি), শহিদুল আলম (পল্লিগীতি ও লোকগীতি) নাজমূল খান (গায়ক ও সংগীত শিক্ষক) ও ফিলোমীনা অদিতি হালদার (রবীন্দ্র সংগীত) এর কথা বিবেচনা করেন। নাসিম কোন সীমাবদ্ধতা নিয়ে গান করেন না, তাই যেকোন গানে তিনি কণ্ঠ মিলিয়ে নেন সাবলীলভাবে। আধুনিক, নজরুল ও গজল নিখুঁতভাবে গেয়ে তিনি মুগ্ধ করেন শ্রোতাদের। যেমনিভাবে গোলাম আলী ও মেহদী হাসানের গজল গেয়ে শ্রোতাদের সুরের মুর্ছনায় অনড় করে দেন এককালে'র বিখ্যাত 'সোলস' ব্যান্ড এর প্রতিষ্ঠা-সদস্য আবদুল্লাহ আল মামুন। রবীন্দ্র সংগীতে যেমনিভাবে সিরাজুস সালেকীনে'র জুড়ি সিডনীতে নেই। রবীন্দ্রনাথ যে কণ্ঠ ও সুরকে মনের আঁখরে কল্পনা করে তাঁর গানগুলো রচনা করেছিলেন, সালেকীন ঈশ্বর-প্রদত্ত ঠিক সেই কণ্ঠ নিয়েই যেন এ ভুবনে এসেছেন। বাংলাদেশী এ প্রবাসী শিল্পীরা যেন মহাকাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা একেকটি তারকা, নিজ নিজ দ্যুতীতে এরা সকলে উজ্জল। এরা প্রবাসকে নয়, নিজ মার্তৃভুমিকেই প্রবাসে আলোকিত করছে। তাই 'আলোকিত বঙ্গসন্তান' বলে প্রবাসে এদের নিয়ে আমরা তৃপ্তিভরে গর্ব করি। ছায়ানটে'র ছাত্র নাসিম সেরকমই একটি প্রবাসী উজ্জল তারকার নাম।

কণ্ঠরাজ সিরাজুস সালেকীন

'আলোকিত বঙ্গসন্তান' নাসিম হোসাইন

দুসন্তানের জনক নাসিম বছরখানেক হলো সিডনী'র একপ্রান্ত থেকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে আরেক প্রান্তে চলে এসেছেন। বাসস্থান নিয়ে এধার-ওধার নড়াচড়াকে বাংলাদেশী প্রবাসীরা এখানে 'অভ্যান্তরীন-মাইগ্রেশন' বলে রসিকতা করে। একই এলাকায় আমার বাড়ী থেকে খুব কাছাকাছি একটি বাড়ী কিনে 'আপাততঃ' স্থায়ী বাস পেতেছেন নাসিম। নিস্তব্ধ মধ্যরাতে 'লক্ষীপেঁচার এক-ডাক' দুরুত্বে থাকে বলে প্রায়ই তাঁর সাথে আমার দেখা হয়। নুতন বাড়ী কিনে 'হাউজ ওয়ার্মিং' পার্টিতে একবার ডেকেছিলেন, কিন্তু প্রবাসী ব্যাস্ততায় আমার যাওয়া হয়নি তখন। নাসিমের অভিমানি দৃষ্টি এড়াতে কিছুদিন অন্যরাস্তা দিয়ে আমাকে চলতে হয়েছিল, কিন্তু এড়াতে পারিনি বেশিদিন। পেছন থেকে ঝাপটে ধরলো একদিন ল্যাকেম্বায় অবস্থিত সিডনী'র বৃহত্তম ও বিখ্যাত বাংলাদেশী গ্রোসারী দোকান 'বাংলাদেশ প্যালেস' এর ভেতর। বললেন আসছে শনিবার ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তাঁর বাসায় গানের আসর বসছে, আমাকে স্বপরিবারে যেতেই হবে। 'গানের আসর' শব্দদ্বয়ে একটা মোহনীয় ভাব ছিল, তাই লোভ সামলাতে পারিনি। দিব্যি কেটে বললাম, 'যাবো'।

'আমি যে জলসা ঘরে' - নাসিম হোসাইন

সদ্য মুছে যাওয়া গোধুলীতে বেলা ৮.৩০টায় স্বস্ত্রীক নাসিমের বাসায় হাজির হলাম। খিড়কী ডিঙিয়েই প্রথম নজরে পড়লো সিডনী'র একজন সাংস্কৃতিক ব্যাক্তিত্ব শাহজাহান বৈতালীককে, যিনি দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে সিডনীতে তাঁর নিপুন হাতে বাজানো মন্দিরার রিনি-ঝিনি দিয়ে মঞ্চের সংগীত-লহরীকে আকর্ষনিয় ও আরো মোহনীয় করেছেন। সিডনীব্যাপী কথিত আছে যে নীলফামারী'র শালকী নদী'র পাড়ে জন্ম নেয়া বৈতালীক এর মত এত সুন্দর করে মন্দিরা বাজাতে পারে এমন কোন বঙ্গসন্তান এখন পর্যন্ত সিডনীতে আসেনি। বৈতালীক সমানভাবে তবলা বাজাতেও পারদর্শি। দু-পাড় বাংলার বহু নামি-দামি শিল্পীর সাথে সিডনীতে তিনি অনেকবার মঞ্চে তবলা সঙ্গত করেছেন। স্ত্রী ও একমাত্র কন্যা শালকীকে নিয়ে তিনি আজকের আসরে এসেছেন। কিছুক্ষন পর দেখা গেল দুটি বাংলাদেশী গ্রোসারী দোকান 'তাজ এম্পোরিয়াম' ও 'মদিনা'র সত্বাধিকারদ্বয় মোহাম্মদ ফয়েজ ও ফারুক হান্নান স্বপরিবারে আমন্ত্রিত হয়ে একে একে নাসিমের বাসায় এসে জড়ো হলো। সে সাথে

তবলায় জিয়া, হারমোনিয়ামে নাসিম ও মন্দিরা হাতে বৈতালীক

যোগ হলো প্রতিবেশী আরেকটি বাংলাদেশী প্রবাসী ছাত্র তরুন দম্পতী। আজকের গায়ক নাসিম হোসাইন ও তবলায় থাকবেন শাহজাহান বৈতালীক, এ ছিল আমার ধারনা। আসরের আগে সিডনী'র এপিট-ওপিট নিয়ে কিছু আলাপচারিতা শুরু হলো। কিসের জন্যে অপেক্ষা আমি আন্দাজ করতে পারিনি। ঘন্টাক্ষানেক পরে আমি বুঝতে পারলাম আসর শুরু হতে কেন ঐ কালক্ষেপন। রাত ৯.৩০টায় দেখা গেল ত্রিশনিম্ন একজন সৌম সুদর্শন যুবক আমাদের আসরে সস্ত্রিক যোগদিতে আসলেন। পরিচয়ক্ষনের আগ পর্যন্ত জানতে পারিনি কতবড় একজন তবলা শিল্পী আমার সামনে ঠাঁই দাঁড়িয়ে। যার নাম গত অর্ধদশকে সিডনীতে বহূবার শুনেছি, যাকে বহুবার বাংলাদেশ ও ভারতের নামি দামি শিল্পীদের সাথে বিভিন্নানুষ্ঠানে তবলা সঙ্গত করতে দেখেছি, যিনি বোম্বের ফিল্ম ও মিউজিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রির একজন উদিয়মান তরুন কালাকার। চেহারার সাথে নাম মিলিয়ে কখনো এ 'আলোকিত বঙ্গসন্তান'কে আমার দেখা হয়নি, তাই চেনা মানুষও অচেনা ছিল এতদিন। বাংলাদেশী ক্ষনজন্মা এ প্রতিভার জন্ম পাবনায়। কলেজের চৌহদ্দি পেরুনের আগেই তিনি চলে যান ভারতের শান্তিনিকেতনে, অতপরঃ গুজরাটে'র বরোদা মিউজিক্যাল ইনিষ্টিটিউট। সেখান থেকে তিনি তবলা ও বেঞ্জু সহ কয়েকটি যন্ত্রসংগীতের উপর উচ্চতর শিক্ষা অর্জন করেন। হাতেখড়ি নিয়ে তাঁর মত আজ পর্যন্ত বাংলাদেশী কোন তবলা-শিল্পী ভারতের প্রতিষ্ঠিত সংগীতাঙ্গন থেকে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেননি। সম্প্রতি বছর গুলোতে মুক্তিপাওয়া ও সুপার-ডুপার হিট ছবি 'কুচ কুচ হোতা হ্যায়' ও 'পরদেশ' এ আদি-অন্ত পর্দার আড়াল থেকে তবলার তাল যিনি দিয়েছিলেন তাকে আজকের এ ঘরোয়া সংগীত রজনীতে আমার সামনে দেখে আমি সত্যি অভিভূত। বাংলাদেশের এ গর্বিত সন্তানের নাম জিয়া উল ইসলাম। সস্ত্রীক অর্ধদশক ধরে সিডনীতে থাকছেন। অষ্ট্রেলিয়ার একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্তে অহরহ উড়ে বেড়ান ভারতীয় ও বাংলাদেশী বিভিন্ন দামি অনুষ্ঠানে তবলা বাজানোর জন্যে। বোম্বে থেকে যখন ডাক আসে তখন আবার হঠাৎ করে জিয়া কিছুদিনের জন্যে হাওয়া হয়ে যায় সিডনী থেকে। পেশাগত কারনে প্রায়ই তিনি ব্যস্ত থাকেন, তাই তাঁকে ঘরোয়া অনুষ্ঠানে পাওয়া অনেকটা দুরুহ ব্যাপার। তবে নাসিমে'র সাথে 'হৃদয় থেকে হৃদয়' সম্পর্কের কারনে তার ডাক জিয়া কখনো এড়িয়ে যান না। কিছুক্ষন পর রাত দশটায় ঝড়ের বেগে হাজির হন আরেকজন বাংলাদেশী প্রবাসী শিল্পী মুর্শেদ খান (সোহেল)। সুন্দর ও আবেগময় কণ্ঠের অধিকারী সোহেল। খরস্রোতা নদী যেমনি অযত্ন ও অবহেলায় দিনে দিনে তার নাব্যতা হারায় ঠিক তেমনিভাবে সোহেল প্রবাসের এ নিষ্ঠুর ব্যস্ততা ও চর্চাহীনতায় সুর

রবীন্দ্রসংগীত সাধক মঞ্জুর হামিদ

সস্ত্রীক জিয়াউল ইসলাম (জিয়া)

জগতের অনেক কিছুই হারাতে বসেছেন। তবুও সোহেল সিডনী'র বাংলাদেশী সংগীত-মঞ্চের অতি পরিচিত একটি নাম।

আসরের প্রথম শিল্পী নাসিম হোসাইন ষাট দশকের শেষপ্রান্তে মেহদি হাসানের গাওয়া বিখ্যাত বাংলা গান, 'হারানো দিনের কথা মনে পড়ে যায়' দিয়ে শুরু করেন। নয়নমুদে মনে হলো স্বয়ং মেহদী হাসানই গানটি গাইছেন। তার সাথে তবলায় সঙ্গত করেছেন জিয়া। তবলার খোলে জিয়ার অঙ্গুলি সঞ্চালন ও শৈল্পীক ভংগী দেখে মনে হলো তবলার উপর সুরের মিশ্রনে তালের খই ফুটছে। দাদরা, কাহারবা, ত্রিতাল বা ঝুমুর প্রতিটি গানের তালেই সমান দক্ষতায় তিনি একে একে সেরাতে নাসিমে'র সাথে বাজিয়েছেন। মন্দিরা বাজিয়ে গানগুলোকে আরো লহরীত করছিলেন শাহজাহান বৈতালীক। মান্নাদে'র 'আমি যে জলসা ঘরে' ও অমৃত সিং অরোরা'র 'রূপসী দোহাই তোমার, তোমারই চোখের পাতায়' গানদুটি গাওয়ার সময় লিভিংরুম ভর্তি সকল শ্রোতা যেন নাসিমে'র কণ্ঠে বিমোহীত হয়ে নিশ্চুপ ছিলেন। এরপর সোহেলে'র পালা, মুজিব পরদেশী'র 'চাতুরী করিয়া মোরে' ও 'আমি বন্দি কারাগারে' গেয়ে আগত সকল শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছেন। তার সাথে তবলায় সঙ্গত করেছেন শাহজাহান বৈতালীক যখন জিয়া একটু দম নিলেন। মধ্যরাতের কাছাকাছি সময়ে অভ্যাগত অতিথিরা সকলে সেহরী'র মত ডিনার করে পুনরায় আসরে বসে গেলাম। জিয়া'র সহধর্মিনি একজন মেধাবী ছাত্রী ও সুকণ্ঠি রবীন্দ্রসংগীত গায়িকা। সকলের অনুরোধে কয়েকটি গান তিনি শোনালেন। এর পর পুনরায় নাসিমের পালা। জিয়া'র অক্লান্ত তবলা সঙ্গত নাসিমকে আরো উদ্দীপ্ত ও অনুপ্রাণিত করে। রাত দুটো অবদি একটানা গানের মেরাথন আসর চলে।

হারানো দিনের কথা মনে পড়ে যায়' - নাসিম গাইছেন

তবলায় বৈতালীক, গান গাইছেন সোহেল

আসরের শেষপ্রান্তে ‘ললিতাগো, ওকে আজ চলে যেতে বলনা’ গানটি গেয়ে সিডনী’র এ বিচ্ছিন্ন প্রবাসী জীবন থেকে ক্ষনিকের জন্যে নাসিম আমাদের গ্রামবাংলায় নিয়ে গিয়েছিল সেই রাতে। ললিতাকে চলে যেতে বলেছেন নাসিম, কিন্তু আমাদের নয়। তবুও তন্দ্রায় অর্ধনমিত নয়নে সকলে একে একে বিদায় নিতে হলো। রাতের নিস্তব্ধতায় নিরাপত্তাহীনতার কোন মাথাব্যথা নেই বলে আমরা টোনা-টুনি দুজন হাতে হাত সেঁটে পায়ে হেঁটে ঘরে ফিরি সেই রাতে। পায়ে চলা পথে গুনগুনিয়ে ‘রূপসী দোহাই তোমার, তোমারই চোখের পাতায়’ গানটি আউড়ে আমার পড়ন্ত যৌবনের খরাপিড়ীত হৃদয়টিকে নিভুপ্রদীপের মতো প্রজ্বলিত করতে আরেকবার কসরত করলাম। দিন যায় কিন্তু সুর ও লয়ের সাথে পেছনে ফেলে আসা সময় ও ক্ষনটি নিখুঁতভাবে অমোচনীয় গভীর কালিতে লেখা হয়ে যায় স্মৃতির খাতায়। আর তাই স্মৃতিরোমন্থনে মানবমন যেকোন গান ও সুরের সাথে তার ফেলে আসা দিন ও সময়টিকে মানসপটে ভাসিয়ে স্মৃতির উপত্যকায় তাৎক্ষনিকভাবে বিচরন করতে থাকে। জীবনের একপ্রান্তে এসে সিডনী’র বিমুগ্ধ সে রজনী হয়তো পুনরায় মনে পড়বে। তখন আনমনে ঠোঁট দুটো হয়তবা সুরে সুরে নড়ে উঠবে, ‘হারানো দিনের কথা মনে পড়ে যায় . . . ”।

রবীন্দ্র-কণ্ঠ ফিলোমিনা অদিতি হালদার

বনি আমিন, সিডনী, ১১ ফেব্রুয়ারী ২০০৬

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ প্রখ্যাত শিল্পী সিরাজুস সালেকীন ও কচি’র ছবিগুলো জনাব আনিসুর রহমানের ‘বাংলা-সিডনী’ থেকে ধার করা হয়েছে।